

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ مَكِّيَّةٌ

৩০-সূরা আর রুম

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৬১ আয়াত এবং ৬ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। আলিফ লাম মিম্ ।

الْف ②

৩। রুমীগণ পরাজিত হইয়াছে—

غُلِبَتِ الرُّومُ ③

৪। নিকটবর্তী দেশে, এবং তাহারা তাহাদের পরাজয়ের পর অচিরেই বিজয়ী হইবে,

فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ مُّسِيلُونَ ④

৫। মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে— সর্বাধিপত্য পূর্বে ও পরে আল্লাহরই—এবং সেইদিন মো'মেনগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইবে,

فِي يَضْعُجُ سِنِينَ هَٰذَا الْأُمُورِ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ
وَيَوْمَئِذٍ يُفْرِحُ الْمُؤْمِنُونَ ⑤

৬। আল্লাহর সাহায্যে তিনি যাহাকে চাহেন সাহায্য করেন; এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময় ।

يُنْصِرُ اللَّهُ يُنْصِرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑥

৭। ইহা আল্লাহর ওয়াদা । আল্লাহ্ নিজের ওয়াদাকে ভঙ্গ করেন না; কিন্তু অধিকাংশ লোক বুঝে না ।

وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ⑦

৮। তাহারা কেবল, পার্থিব জীবনের বাহ্যিক শান ও শওকতকে বুঝে; কিন্তু পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ গাফেল ।

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ ⑧

৯। তাহারা কি নিজেদের অস্তুরে কখনও চিন্তা করে নাই যে, আল্লাহ্ আকাশযন্তন ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সবই যথায়থভাবে এবং এক নির্দিষ্ট মিয়াদ বাতীত সৃষ্টি করেন নাই ? কিন্তু লোকদের মধ্যে অধিকাংশই নিজেদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অবিশ্বাসী ।

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى
وَإِنْ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ يَلْفَظُوا رَبَّهُمْ مُّكْفَرِينَ ⑨

১০। তাহারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে নাই যেন তাহারা দেখিতে পারে যে, তাহাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম কিরূপ (মন্দ) হইয়াছিল ? তাহারা শক্তিতে অধিকতর প্রবল ছিল,

أَوَلَمْ يَظُنُّوا فِي الْأَرْضِ يَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا

তাহারা অনেক ভূমি কর্ষণ করিয়াছিল এবং ইহারা ভূপৃষ্ঠে যে পরিমাণ বসতি স্থাপন করিয়াছে ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাহারা ইহাতে বসতি স্থাপন করিয়াছিল । এবং তাহাদের নিকট তাহাদের রসুনগণ উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীসহ আসিয়াছিল । আল্লাহ্ তো এইরূপ নহেন যে, তিনি তাহাদের উপর কোন যুলুম করিয়াছিলেন, বরং তাহারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করিত ।

১১ । অতঃপর যাহারা মন্দ কাজ করিয়াছিল তাহাদের পরিণাম অত্যন্ত মন্দ হইয়াছিল, কারণ তাহারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিত এবং ঐগুলিকে লইয়া চাট্টা-বিদ্রূপ করিত ।

১২ । আল্লাহই সৃষ্টিকে প্রথম বার উদ্ভব করেন, অতঃপর ইহার পুনরাবৃত্তি করেন; অতঃপর তাহারই দিকে তোমাদিগকে প্রত্যাবর্তিত করা হইবে ।

১৩ । এবং যেদিন নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইবে, সেইদিন অপরাধীগণ নিরাশ হইয়া যাইবে ।

১৪ । এবং তাহাদের (উদ্ভাবিত) শরীকগণ হইতে কেহই তাহাদের জন্য সুপারিশকারী হইবে না এবং (তখন) তাহারা তাহাদের নিজেদের (তথাকথিত) শরীকগণকে অস্বীকার করিবে ।

১৫ । এবং যেদিন নির্ধারিত সময় উপস্থিত হইবে—সেই দিন তাহারা একে অপর হইতে পৃথক হইয়া যাইবে ।

১৬ । বাকি রহিল তাহাদের কথা যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে, তাহাদিগকে মনোরম উদ্যানে সন্মান ও আনন্দ দান করা হইবে ।

১৭ । কিন্তু যাহারা অস্বীকার করিয়াছে এবং আমাদের আয়াতসমূহ ও পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহাদিগকে আযাবের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে ।

১৮ । সূতরাং তোমরা আল্লাহর তসবীহ (পবিত্রতা ও মহত্ত্বের প্রশংসা) কর তখনও যখন তোমরা সন্ধ্যাকালে প্রবেশ কর এবং তখনও যখন তোমরা প্রভাত কালে প্রবেশ কর—

১৯ । বসন্তে আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তাঁহারই জন্য—(এইরূপে তাঁহার তসবীহ কর) অপরাহ্ণে এবং যখন সূর্য চলিয়া পড়ার সময়ে প্রবেশ কর তখনও ।

الْأَرْضَ وَعَمْرُوهَا أَكْثَرُ مِمَّا عَمَّرُوها وَجَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ
كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ①

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسَاءُوا الشُّوْأَىٰ إِنَّ لَذِبُوا
بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ②

اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ③

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ النَّجِثُومُونَ ④

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفْعَاءُ وَكَانُوا
بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ⑤

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِرُونَ ⑥

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ
يُجْبَرُونَ ⑦

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَفِي الْآخِرَةِ
ثَأْوِيكَ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ ⑧

فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ⑨

وَلَهُ الْعِزْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَغِيثًا وَجِينَ
تُظْهِرُونَ ⑩

২০। তিনি জীবিতকে মৃত হইতে বাহির করেন এবং মৃতকে জীবিত হইতে বাহির করেন; এবং যমীনকে ইহার মৃত্যুর পর সজীবিত করেন। এবং এইভাবেই তোমাদিগকে বাহির করা হইবে।

২
৬

২১। এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে ইহাও একটি (নিদর্শন) যে, তিনি তোমাদিগকে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর দেখ! তোমরা মানুষরূপে (সমস্ত পৃথিবীতে) ছড়াইয়া পড়িতেছ।

২২। এবং তাঁহার নিদর্শনসমূহ হইতে ইহাও একটি (নিদর্শন) যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হইতে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন যেন তোমরা তাহাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করিতে পার, এবং তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও দয়া-ময়া সৃষ্টি করিয়াছেন। নিশ্চয় ইহার মধ্যে চিত্তশীল জাতির জন্য অনেক নিদর্শন আছে।

২৩। এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা এবং তোমাদের ভাষায় ও বর্ণে প্রভেদ সৃষ্টি করাও অন্যতম নিদর্শন। নিশ্চয় ইহার মধ্যে জানী লোকদের জন্য বহু নিদর্শন আছে।

২৪। এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রাত্রিকালে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁহার অনুগ্রহ লাভের জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করাও অন্যতম নিদর্শন। নিশ্চয় ইহার মধ্যেও বহু নিদর্শন আছে ঐ সকল লোকের জন্য যাহারা প্রবণ করে।

২৫। এবং তাঁহার নিদর্শনসমূহ হইতে ইহাও যে, তিনি তোমাদিগকে তোমাদের মধ্যে ভয় ও আশা সঞ্চারের জন্য বিদ্যাৎ প্রদর্শন করেন, এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন, অনন্তর ইহা দ্বারা যমীনকে ইহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। নিশ্চয় ইহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য বহু নিদর্শন আছে।

২৬। এবং তাঁহার নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত ইহাও যে, তাঁহার আদেশে আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আছে : অতঃপর যখন তিনি তোমাদিগকে ভূপৃষ্ঠ হইতে বাহির হওয়ার জন্য আহ্বান করিবেন তখন দেখ! সহসা তোমরা যমীন হইতে বাহির হইয়া আসিবে।

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ يُخْرِجُونَ ۝

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ۝

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخَلْقَ الَّذِي بَيْنَهُمَا وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْغُلُوبِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فُضُولِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْعَوْنَ ۝

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْآبَاقِ عَوْنًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنْ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ۝

২৭। এবং আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা সকলেই তাঁহার। তাহারা সকলেই তাঁহার অনুগত।

২৮। বস্তুতঃ তিনিই সৃষ্টিকে প্রথম বার উদ্ভব করেন, অতঃপর তিনিই ইহার পুনরাবর্তন করেন, এবং ইহা তাহার জন্য অতি সহজ বিষয় এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ শান-মর্যাদা তাহারই, এবং তিনিই মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজাময়।

২৯। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হইতে এক উপমা বর্ণনা করিতেছেন। তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের মালিক হইয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে কেহ কি ঐ ধন-সম্পদে, যাহা আমরা তোমাদিগকে দিয়াছি, তোমাদের সমতুল্য শরীক হয়, এমনভাবে যে, তোমরা সকলেই (মালিক ও দাস) উহাতে সমান হইয়া যাও, এবং তোমরা তাহাদিগকে (দাসদিগকে) এমনভাবে ভয় কর যেভাবে তোমরা পরস্পরকে ভয় করিয়া থাক ? এইরূপে আমরা বুদ্ধিমান জাতির জন্য নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়া থাকি।

৩০। বরং প্রকৃত কথা-এই যে, যালেম লোকেরা অজানতা বশতঃ নিজেদেরই প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এবং আল্লাহ্ যাহাকে বিপথগামী করেন, কে আছে যে তাহাকে হেদায়াত করিবে ? বস্তুতঃ কেহই তাহাদের সাহায্যকারী হইবে না।

৩১। অতএব তুমি তোমার সমস্ত মনোযোগ একনিষ্ঠভাবে ধর্মের জন্য নিবদ্ধ কর। আল্লাহর (সৃষ্টি) প্রকৃতিকে (তুমি অনুসরণ কর) যাহার উপর তিনি মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোন পরিবর্তন নাই। ইহাই চিরস্থায়ী ধর্ম— কিন্তু অধিকাংশ লোকই ইহা অবগত নহে—

৩২। সূতরাং তোমরা সকলে তাঁহার নিকট ঝুঁকিয়া অগ্রসর হও, এবং তাঁহার তাকওয়া অবলম্বন কর এবং নামায কায়েম কর এবং মোশরেকগণের অন্তর্ভুক্ত হইও না—

৩৩। ঐ সকল (মোশরেক) লোকের, যাহারা নিজেদের ধর্মকে শস্ত বিক্ৰয় করিয়াছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে; প্রত্যেকটি দলই তাহাদের নিকট যাহা কিছু আছে উহা নইয়া আনন্দিত।

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ فَعِيَتُونَ ﴿٢٧﴾

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ النُّشْأُ الْأُولَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٨﴾

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَٰذَا لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْتُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ يَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتَكُمْ أَنْفُسُكُمْ كَذَٰلِكَ نَفْعِلُ الْآلِيَّةَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٩﴾

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿٣٠﴾

فَأَوْمَوْاْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

مُتَّبِعِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣٢﴾

وَمِنَ الَّذِينَ قَتَلُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شُرَكَاءَ كُلِّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فُجُوْحُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪। এবং মানুষকে যখন কোন ক্লেশ স্পর্শ করে তখন তাহারা তাহাদের প্রভুর প্রতি ঝুঁকিয়া তাঁহাকেই ডাকিতে থাকে; অতঃপর যখন তাহাদিগকে তিনি নিজ রহমতের স্বাদ গ্রহণ করান তখন দেখ! সহসা তাহাদের এক দল নিজেদের প্রভুর সঙ্গে শরীক করিতে আরম্ভ করে,

৩৫। যেন তাহারা উহা অস্বীকার করে যাহা আমরা তাহাদিগকে দিয়াছি। সুতরাং তোমরা (কিছুক্ষণের জন্য) ভোগ-বিনাস করিয়া নও; তোমরা অচিরেই নিজেদের পরিণাম জানিতে পারিবে।

৩৬। আমরা কি তাহাদের জন্য কোন প্রমাণ নাযেল করিয়াছি যাহা উহার সমর্থনে কথা বলে যাহাকে তাহারা তাঁহার সঙ্গে শরীক করিতেছে?

৩৭। এবং যখন আমরা মানুষকে রহমতের স্বাদ গ্রহণ করাই তখন তাহারা উহাতে আনন্দিত হয় এবং যদি তাহাদের নিজেদের কৃত-কর্মের ফলে তাহাদের উপর কোন বিপদ আসে তখন দেখ! সহসা তাহারা নিরাশ হইয়া পড়ে।

৩৮। তাহারা কি দেখে নাই যে, আল্লাহ্‌ যাহার জন্য চাহেন রিযককে সম্প্রসারিত করিয়া দেন এবং যাহার জন্য চাহেন সঙ্কুচিত করিয়া দেন? নিশ্চয় ইহাতে সেই জাতির জন্য বহু নিদর্শন আছে যাহারা ঈমান আনে।

৩৯। অতএব তুমি আত্মীয়-স্বজনকে তাহার প্রাপ্য দাও এইরূপে মিসকীনদিগকে এবং পথিকদিগকেও। ইহা তাহাদের জন্য উত্তম যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের কামনা করে; বস্তুতঃ ইহাৱাই সফলকাম হইবে।

৪০। এবং তোমরা যাহা সুদের উপর দিয়া থাক যাহাতে উহা লোকের ধন-সম্পদের সহিত বৃদ্ধি পায়, বস্তুতঃ উহা আল্লাহ্‌র সমীপে বৃদ্ধি পায় না; এবং তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে যে স্বাকাত দাও—জানিয়া রাখিও যে, এই সকল লোকই (নিজেদের ধন-সম্পদ) বহু গুণে বর্ধিত করিতেছে।

৪১। তিনিই আল্লাহ্‌ যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর রিযক দিয়াছেন, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দিবেন, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে জীবিত করিবেন। তোমাদের (কল্পিত) শরীকগণের মধ্যে কি এমন কেহ আছে যে

وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ إِذَا فُتِنُوا مِنْهُمُ رَحْمَةً ۖ إِذَا فُتِنُوا مِنْهُمُ رَحْمَةً ۖ إِذَا فُتِنُوا مِنْهُمُ رَحْمَةً ۖ إِذَا فُتِنُوا مِنْهُمُ رَحْمَةً ۖ

يَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

أَمْ أَنْزَلْنَاهُمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ۝

وَإِذَا آتَيْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُبْهِمُهُمْ سَبْعَةً بِمَا قَدْ مَتَّعْنَاهُمْ إِذَا يُدِيقُهُمْ إِذَا هُمْ يَقْطُرُونَ ۝

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

فَأَبِئْ لِلَّذِينَ هَٰؤُلَاءِ السَّائِلِينَ ۖ إِنَّ السَّائِلِينَ ۖ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُؤْتُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ بَٰلٍ لَّا يُدْرِي فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُدُّوهُنَّ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ ذِكْرٍ تَرْثُهُنَّ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيذُكُمْ ثُمَّ يُخَيِّمُ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِن دُونِهِ ۖ مَن شَيْءٌ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

এই সকল কার্যের কিছু মাত্রও করিতে পারে? তিনি পবিত্র এবং তাহারা যাহাকে তাঁহার সহিত শরীক করিতেছে উহা হইতে তিনি বহু উর্ধ্ব।

৪২। মানুষের হস্তসমূহ যাহা অর্জন করিয়াছে উহার ফলে স্থলে ও জলে ফাসাদ ছাইয়া গিয়াছে; পরিণামে আল্লাহ তাহাদিগকে, তাহারা যে কর্ম করিয়াছে উহার কতকাংশের শাস্তি, ভোগ করাইবেন যেন তাহারা (তাহাদের অবাধ্যতা হইতে) ফিরিয়া আসে।

৪৩। তুমি বল, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, পূর্ববর্তী লোকদের কি পরিণাম হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মোশরেক ছিল।'

৪৪। অতএব তুমি তোমার মনোযোগ চিরস্থায়ী ধর্মের প্রতি নিবিষ্ট কর, আল্লাহর নিকট হইতে সেই দিন আগমনের পূর্বে যাহাকে রদ করা যাইবে না। যেদিন তাহারা (মো'মেন ও কাফেরগণ) একে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে।

৪৫। যে ব্যক্তি অস্বীকার করিয়াছে তাহার অস্বীকারের কুফল তাহার উপরই আসিয়া বর্তিবে, এবং যাহারা সৎ কর্ম করিয়াছে তাহারা নিজেদেরই জন্য সুখ-শয্যা প্রস্তুত করিতেছে,

৪৬। যেন আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ দ্বারা তাহাদিগকে পুরস্কার দান করেন যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎ কর্ম করিয়াছে। তিনি কাফেরদিগকে আদৌ ভালবাসেন না।

৪৭। এবং তাঁহার নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত ইহাও যে, তিনি বায়ুগণিকে শুভসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন, এবং যেন তিনি তোমাদিগকে স্বীয় রহমত উপভোগ করান, এবং যেন নোযানগুলি তাঁহারই আদেশে পরিচালিত হয় এবং যেন তোমরা তাঁহার অনুগ্রহ অনুশ্রবণ করিতে পার এবং (তাঁহার) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার।

৪৮। এবং নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্বে বহু রসূলকে তাহাদের জাতির নিকট পাঠাইয়াছিলাম এবং তাহারা তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিয়াছিলেন। অতঃপর যাহারা অপরাধ করিয়াছিলেন আমরা তাহাদের নিকট হইতে উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ মো'মেনগণকে সাহায্য করা আমাদের উপর ফরয।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِ
الْإِنْسَانِ لِيُبَذَّ لَهُمْ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٤٢﴾

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٣﴾

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ
يَوْمَ لَا مَرَدَ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدَّقُونَ ﴿٤٤﴾

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نُقِيمُ
بِهِمْ دُونَ ﴿٤٥﴾

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ نَظَائِرِهِ
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٦﴾

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ
فِيهِ رَحْمَتَهُ وَلِيَجْزِيَ الْفَالِكَ بِأَمْرِهِ وَلِيُبَتِّغُوا مِنْ
فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٧﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَاتَّقَنَّا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا
عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٨﴾

৪৯। তিনিই আল্লাহ যিনি বায়ুরাশিকে প্রেরণ করেন, অনন্তর উহা মেঘ বহন করে। অতঃপর তিনি যেরূপে চাহেন উহাকে আকাশে বিস্তৃত করেন এবং তিনি উহাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দেন এবং তুমি দেখিতে পাও যে উহার মধ্য হইতে রুষ্টি নির্গত হইতেছে। অতঃপর যখন তিনি নিজ বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা করেন উহা পৌছাইয়া দেন, তখন দেখ! তাহারা কেমন উৎফুল্ল হইতে থাকে;

৫০। যদিও ইতিপূর্বে— তাহাদের উপর রুষ্টি বর্ষণের পূর্বে তাহারা সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইয়া গিয়াছিল।

৫১। অতএব তুমি আল্লাহর রহমতের নন্দনসমূহের প্রতি লক্ষ্য কর যে, কিরূপে তিনি যমীনে ইহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন। নিশ্চয় তিনিই (আল্লাহ) যিনি মৃতগণকে জীবিত করেন; এবং তিনি সকল বিষয়ের উপর সর্বশক্তিমান।

৫২। এবং যদি আমরা বায়ু প্রবাহিত করি এবং তাহারা উহাকে (শসাক্রান্তকে) হরিদ্বর্ণ দেখে তখন তাহারা উহার (দুশা প্রত্যক্ষ করার) পর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে।

৫৩। বস্তুত: তুমি (তোমার) এই আহ্বান মৃতদিগকেও শুনাইতে পারিবে না এবং বধিরদিগকেও শুনাইতে পারিবে না যখন তাহারা পিঠ দেখাইয়া ফিরিয়া যায়;

৫৪। এবং তুমি অন্ধদিগকেও তাহাদের পথভ্রষ্টতা হইতে ফিরাইয়া সোজা পথে পরিচালিত করিতে পারিবে না। তুমি কেবল তাহাদিগকেই শুনাইতে পারিবে যাহারা গ্রামাদের আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, কারণ তাহারা আত্মসমর্পণকারী।

৫৫। তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদিগকে দুর্বল অবস্থায় সৃষ্টি করেন এবং দুর্বলতার পর তোমাদিগকে শক্তি দান করেন, এবং সেই শক্তির পর পুনরায় দুর্বলতা ও বার্ষিকা দেন, তিনি যাহা চাহেন সৃষ্টি করেন। এবং তিনিই সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান।

৫৬। এবং যেদিন নির্দিষ্ট মুহূর্ত উপস্থিত হইবে, তখন অপরাধীরা কসম খাইবে যে, তাহারা অল্প কাল বাতীত অবস্থান করে নাই; এইভাবেই তাহাদিগকে (সত্য পথ হইতে) ফিরাইয়া দেওয়া হইত।

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتَنُزِعُهَا مَا يَشَاءُ فَيَنْسِفُهَا فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُ لَكُم مَّا تَدْرِكُونَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٩﴾

وَأَن كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَن يَسْتَكْمِلُوا عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَكَيْلِينَ ﴿٥٠﴾

فَالْقُرْآنُ إِلَىٰ آثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُبْقِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَجَائِ النَّوَىٰ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥١﴾

وَلَكِن أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفًا ۚ فَلَوْلَا مِنْ بَعْدِ يَكْفُرُونَ ﴿٥٢﴾

وَأَنَّكَ لَا تَسْمَعُ النَّوَىٰ وَلَا تَسْمَعُ الْقَهْمَ الدَّاعِيَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٣﴾

وَمَا أَنتَ بِهَادٍ الْعُمَىٰ عَنْ صَلَاتِهِمْ ۖ إِنَّ تَسْمَعُ إِلَّا مَن يُوْمِنُ ۚ وَآيِنَا لَهُمْ قَسِيْرُونَ ﴿٥٤﴾

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٥﴾

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُعَذِّبُهُمُ النَّارُ وَمَنْ لَّا يَسْلُ ۖ وَغَيْرَ سَآءٍ ۚ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْكَلُونَ ﴿٥٦﴾

৫৭। কিন্তু যাহাদিগকে জ্ঞান ও ঈমান দান করা হইয়াছে তাহারা বলিবে, 'নিশ্চয় তোমরা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছ। (এখন শুন!) ইহাই সেই পুনরুত্থান দিবস; কিন্তু তোমরা জানিতে না'।

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَ لَكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

৫৮। সূতরাং সেইদিন যালেমদের কোন ওভর-আপত্তি তাহাদের কোন উপকারে আসিবে না এবং তাহাদিগকে ক্ৰমা প্রার্থনা করার সুযোগও দান করা হইবে না।

فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعَذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝

৫৯। এবং আমরা মানুষের জন্য এই কুরআনে সর্বপ্রকার উপমা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছি, এবং যদি তুমি তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন উপস্থিত কর তাহা হইলে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা নিশ্চয় বলিবে, 'তোমরা মিথ্যাবাদী বৈ কিছুই নহ'।

وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۝

৬০। এইরূপে আল্লাহ তাহাদের অন্তরে মোহর মারিয়া দেন যাহারা জ্ঞান রাখে না।

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

৬১। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য; এবং যাহারা দৃঢ় বিশ্বাস করে না তাহারা যেন তোমাকে ধোকা দিয়া আদৌ স্থানচ্যুত না করে।

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝